কানাডায় পড়তে গিয়ে মারা গেল কালীগঞ্জের মেধাবী ছাত্র সাকিব

উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য বাংলাদেশ থেকে মেধাবী ছাত্র সামিউজ্জামান সাকিব কানাডার মালিতোবার বিশ্ববিদ্যালয় এ্যান্ড কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। ওই কলেজে তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সের ৪র্থ বর্ষে লেখাপড়া করতেন। অদৃশ্য কারণে তিনি গত ৯ তারিখ থেকে নিখোঁজ ছিলেন।

বিষয়টি তার বন্ধুরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেন। পরে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে এক শিক্ষক পুলিশকে অবহিত করেন। এরপর কানাডিয়ান পুলিশের তৎপরতায় গত ২৭ জানুয়ারী সাকিবের মরদেহ কলেজের পাশের একটি লেক থেকে উদ্ধার করা হয়।

বিষয়টি গত বুধবার রাতে কানাডিয়ান পুলিশ মোবাইলে সাকিবের বাবাকে নিশ্চিত করেছেন বলে নিহতের পারিবারিকসূত্রে জানা গেছে।

এদিকে মেধাবী সাকিবের এমন খবরে পরিবারের সকলে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছেন। সাকিব ঝিনাইদহ কালীগঞ্জের উল্যা গ্রামের আছাদুজ্জান আছাদের ছোট পুত্র।

নিহতের বাবা আছাদুজ্জামান জানান, কালীগঞ্জের নলডাঙ্গা ভূষন হাইস্কুল থেকে জেএসসি পাশের পর ঢাকার রেসিডেন্সিয়াল স্কুল এ্যান্ড কলেজে ভর্তি করেন সাকিবকে। এরপর ওই প্রতিষ্ঠান থেকেই ২০১৪ সালে বিজ্ঞান বিভাগ হতে এসএসসিতে জিপিএ ৫, ২০১৬ সালে এইচএসসিতেও জিপিএ ৫ লাভ করে।

এরপর আইএলটিএস টেস্টে উত্তীর্ণ হয়ে কানাডার মালিতোবা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে ভতি হয় সাকিব। সে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ৪র্থ বর্ষের ছাত্র ছিল। কলেজ নিকটবর্তী একটি বাসার রুম ভাড়া নিয়ে থাকতো। আশপাশে কয়েকটি রুমে বাংলাভাষা-ভাষী কিছু ছেলেরা থাকতো। হঠাৎ গত ৯ তারিখ থেকে পরিবারের কারও সাথে মোবাইলে যোগাযোগ ছিল না সাকিবের।

পরবর্তীতে তার বন্ধুরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও পুলিশকে জানানোর নিখোঁজের ১৭ দিন পর কানাডিয়ান পুলিশ গত বুধবার ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের এক লেকের পাশ থেকে সাকিবের মরদেহ উদ্ধার

করে। যা বুধবার রাতেই কানাডিয়ান পুলিশ মোবাইলের মাধ্যমে আমাকে নিশ্চিত করেছেন। মরদেহ এখনও পুলিশ হেফাজতে আছে। মুঠোফোনে আমাকে শুধু এতটুকু বলা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, ২ ছেলের মধ্যে বড় ছেলে হাসিবুজ্জামানকে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করিয়েছেন। ভাইয়ার মত সাকিবও বড় ইঞ্জিনিয়ার হবে এমন শখ থেকে তাকে কানাডায় পাঠিয়েছিলাম। এখন আমার সব শেষ বলতে বলতে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন।

গাংনীতে কটন কানেক্ট ও প্রাইমার্ক প্রতিনিধিদলের তুলা ক্ষেত পরিদর্শন

গাংনীতে কটন কানেক্ট ও প্রাইমার্ক প্রতিনিধিদল সরেজমিনে তুলা ক্ষেত পরিদর্শন ও নিরীক্ষা করেছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৯ টার সময় ভাটপাড়া গ্রামের মাঠে কটন কানেক্ট-এর কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ মো: হারুনর রশীদ-এর নেতৃত্বে তুলা চাষীদের সাথে মত বিনিময় ও পরে মাঠ ঘুরে ঘুরে তুলা ক্ষেত পরিদর্শন করেন। একইভাবে শানঘাট গ্রামে মহিলা চাষীদের নিয়ে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য তুলে ধরে উঠান বৈঠক করেন।

এ সময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রাইমার্কের কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ মো: ইসমাইল হোসেন। সফর সঙ্গী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রাইমার্কের ১০ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দল। উপজেলার কসবা ভাটপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের হলরুমে চাষীদের সাথে তুলা জমি প্রস্তুত, চাষ, পরিচর্যা, সার ব্যবস্থাপনা, কীটনাশক ব্যবস্থাপনা, তুলা উত্তোলন, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়া বিষয়ক মতবিনিময় করেন। টিএমএসএস আইসিটি ডোমেইন এর বাস্তবায়ন, প্রাইমার্ক সাসটেইনেবল প্রজেক্ট এর অর্থায়নে এই তুলা ক্ষেত পরিদর্শনের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে টিএমএসএস’র চুয়াডাঙ্গার প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর সোহাগ

মোল্লার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, প্রাইমার্কের কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ মো: ইসমাইল হোসেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, তুলা উন্নয়ন বোর্ডের সিসিডিও কৃষিবিদ সেন দেবাশিষ, কটন উন্নয়ন অফিসার রাকিবুল ইসলাম সরকার, ধানখোলা কটন ইউনিট অফিসার এরশাদুল হক, ফিল্ড এক্সিকিউটিভ (এফ,ই) মঈনুল ইসলাম কাজল, মো. সোহানুর রহমান, আল আমিন রাকিব প্রমুখ। এ সময় ভাটপাড়া কসবা গ্রামের ৪০ জন তুলা চাষী উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থকরী ফসল হিসেবে তুলা চাষে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। আপনাদের কষ্টার্জিত অর্থে উৎপাদিত বীজতুলার দাম বৃদ্ধি করতে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। চাষীরা ভাল তুলা উৎপাদন করলে আমাদের সার্বিক সহযোগিতা থাকবে।

অনুষ্ঠানে তুলা চাষীদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, কসবা গ্রামের মুকুল হোসেন, কাউছার আলী, আব্দুল ওহাবসহ বেশ কয়েকজন। চাষীরা বলেন, তুলাবীজের মান উন্নত ও দাম কমাতে হবে। যথাসময়ে তুলা ক্রয় ও তুলার বাজার মূল্য বৃদ্ধি করলে আমাদের জন্য ভাল হয়।

জীবননগরে শীতে হাসপাতালে বাড়ছে ডায়রিয়া রোগীর সংখ্যা

হাড়-কাঁপানো শীত ও ঘন কুয়াশায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে জীবননগর উপজেলার জনজীবন। মাঘের শুরু থেকে হাড়-কাঁপানো তীব্র শীতে থমকে গেছে এই উপজেলার মানুষের জীবনযাত্রা। বিপাকে পড়েছে দিনমজুর ও ছিন্নমূল মানুষেরা। সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়েছে শিশু ও বৃদ্ধরা।

জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সূত্রে জানা গেছে, গত তিন দিনে জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে শীতজনিত ডায়রিয়া রোগীর সংখ্যা ৩০ জন ছাড়িয়েছে।

জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ঔষধ সংকট থাকায় চরম বিপাকে পড়েছেন ডায়রিয়া জনিত রোগে আক্রান্ত রোগীর পরিবার। এদিকে সকাল থেকে ঘন কুয়াশার কারণে রাস্তাগুলো ছিলো ফাঁকা, মহাসড়কগুলোতে দুই একটা যানবাহন চললেও ধীর গতিতে হেডলাইট চালিয়ে চলাচল করতে দেখা গেছে।

শীত নিবারণের জন্য অনেককে খড়-কুটা দিয়ে আগুন জ্বালাতে দেখা গেছে। জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ মাহমুদ বিন হেদায়েত সেতু বলেন, কয়েকদিন ধরে এই উপজেলার উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ সঙ্গে হিম বাতাস। যার ফলে শিশুদের ডায়রিয়া ও ঠাণ্ডা জনিত নিউমনিয়া হচ্ছে।

হাসপাতালে যে সমস্ত রোগী ভর্তি হচ্ছে তাদের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে এবং ঔষধ দেওয়া হচ্ছে। ঔষদের তুলনায় রোগীর সংখ্যা বেশি হওয়ায় একটু সমস্যা হচ্ছে তবে খুব শীঘ্রই এর সমাধান হয়ে যাবে।

এদিকে যে সমস্ত বাচ্চারা বাড়িতে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে তাদের অবশ্যই বেশি করে স্যালাইন পানি খাওয়াতে হবে এবং শীতের সময় বাইরে বের হতে দেওয়া যাবে না ।

গাংনীর তেঁতুলবাড়ীয়াতে গৃহবধূর আত্মহত্যা

গাংনীর তেঁতুলবাড়ীয়াতে কল্পনা খাতুন (৩০) নামের এক গৃহবধূ আত্মহত্যা করেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টার সময় উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের করমদি পশ্চিমপাড়ায় তার নিজ বাড়িতে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে সে।

সে ঐ এলাকার সুজন আলীর স্ত্রী। স্থানীয়রা জানান, মানসিক অসুস্থাজনিত কারণে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটতে পারে। তবে পরিবারের একটি সূত্র জানিয়েছে পারিবারিক কলহের জের ধরে কল্পনা খাতুন আত্মহত্যা করেছে।

গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান জানান আত্মহত্যার ঘটনা শুনে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। বিষয়টা খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে।

মেহেরপুরে বিকাশের নামে প্রতারণার শিকার হচ্ছেন এজেন্টসহ সাধারণ মানুষ

এম এফ রুপক
মোবাইল ফোনভিত্তিক অর্থ আদান-প্রদানের পরিষেবা ‘বিকাশ’ এর নাম করে প্রতারণার নতুন ফাঁদ পেতে বসেছে একটি অসাধু চক্র। মানুষের না জানার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে তারা। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বিকাশ এজেন্টরাও এমন প্রতারণার শিকার হয়েছে। আবার কোন সময় লটারী বেধেছে বলেও টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে চক্রটি।

এ ধরণের ঘটনা মেহেরপুরেও ঘটেছে বেশ কয়েকটি। অনেকেই লোক লজ্জার ভয়ে চুপ করে আছে আবার অনেকেই প্রতারণার শিকার হয়ে গিয়েছেন প্রশাসনের কাছে। এ বিষয়ে মেহেরপুর সদর থানায় প্রায় ডজন খানেক সাধারণ ডায়েরীও করেছে ভুক্তভোগীরা।

কখনো কখনো বিকাশের ম্যানেজার পরিচয় দিয়ে গ্রাহকের পাসওয়ার্ড জেনে তুলে নেওয়া হচ্ছে গ্রাহকদের টাকা আবার কখনো বিকাশ এ্যাপস এর মাধ্যমে গ্রাহকদের মোবাইল নম্বরে যাওয়া ওটিপি (ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড) কৌশলে জেনে নিয়ে তুলে নিচ্ছে টাকা।

এমনি ঘটনা সম্প্রতি ঘটেছে সদর উপজেলার রাধাকান্তপুর গ্রামে, খলিলুর রহমানের ছেলে জহিরুল নামের এক কিশোর এই প্রতারণার শিকার হয়েছেন। জহিরুল জানায়, প্রথমে আমাকে ফোন করে বলে আপনার নম্বরে ১ লাখ টাকার লটারী বেধেছে। আপনি আমাদের এই নম্বরে ৩০ হাজার টাকা বিকাশ করলে আপনি সাথে সাথে পেয়ে যাবেন ১ লাখ টাকা।

যদি আমাদের কথা বিশ^◌াস না হয় আপনি আমাদের ১ হাজার টাকা দেন দেখেন ৩ হাজার পাবেন। এমন কথা শুনে আমি ১ হাজার টাকা বিকাশ করি।

তার কিছুক্ষণ পর ৩ হাজার টাকা পেয়ে যাই। পরে আমি পাশের গ্রাম চকশ্যানগরে যাই এবং সেখানের একটি বিকাশ এজেন্টের কাছে গিয়ে বলি এই নম্বরে ৩০ হাজার টাকা বিকাশ করতে। আমার কাছে কোন এতো টাকা ছিল না সেজন্য ঐ এজেন্টকে বলি টাকা বিকাশ করেন আমি দিয়ে দিচ্ছি। দোকানদার পরিচিত থাকায় টাকা দিয়ে দেয়। পরে আর সেই নম্বরে যোগাযোগ করতে পারিনি।

একই ঘটনা ঘটেছে গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে প্রতারণ শিকার ঐ যুবক জানান একই কায়দায় আমার সাথেও নিয়েছে ৯০ হাজার টাকা।

বিকাশের ম্যানেজার পরিচয় দিয়েও টাকা হাতিয়ে নিয়েছে এই চক্রটি। এমন প্রতারণার শিকার হয়েছেন সদর উপজেলার রাজাপুর গ্রামের এক চামড়া ব্যবসায়ী টুটুল। হারিয়েছেন ৩০ হাজার টাকা। টুটুল জানান, +৮৮০১৮৪৩৬৩০১৮১ নম্বর থেকে ফোন করে বিকাশের ম্যানেজার পরিচয় দিয়ে মামুন শাহেদ নামে একজন জানায়, অবৈধ আর্থিক লেনদেন রোধে সমস্ত পার্সোনাল বিকাশ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। অ্যাকাউন্টে কোন টাকা থাকলেও তা তিনি আর তুলতে পারবেন না। এখন গ্রাহকদের সুবিধার্থে তারা ফোন করে গ্রাহকের তথ্য মিলিয়ে অ্যাকাউন্টটি আবারো চালু করে দেয়ার কাজ করছেন।

এই পর্যায়ে গ্রাহককে একটি কোড নম্বর (*৩৩*০০০#) দিয়ে ওই প্রতারক বলে, আপনি এটা ডায়াল করে দেখুন, আপনি নিজেই দেখতে পাবেন, অ্যাকাউন্টে বন্ধ হয়ে যাবার তথ্যটি।

যদিও সেই কোড ডায়াল করলে কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না। পরে ওই প্রতারক বলে, ওই গণমাধ্যম কর্মীর পাসওয়ার্ডটি জানতে চায় এবং বলে যে পাসওয়ার্ডটি আসলে তাদের কাছে রয়েছে, শুধু গ্রাহকের পরিচয় কনফার্ম হওয়ার জন্য এটি জানতে চাওয়া হচ্ছে। এইভাবে আমি তাদের পিন নম্বরটা দিয়ে দিই তাৎক্ষণিক আমার একাউন্টে থাকা ব্যবসায়ীক ২৯ হাজার টাকা উধাও।

একই ধরণের প্রতারণার শিকার হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন সদর উপজেলার বন্দর গ্রামে শাহিন নামের এক কলা ব্যবসায়ী। পরে তার সাথে খারাপ আচরণ করে ফোন কেটে দেয় ঐ প্রতারক।

সরদ উপজেলার রাধাকান্তপুর গ্রামের বিকাশ এজেন্ট মহিবুল। প্রতারকদের কাছে ওটিপি বলে হারিয়েছেন ৮০ হাজার টাকা। তাকেও বলা হয়েছিল একাউন্ট ভেরিপাই করা হচ্ছে। নতুন ব্যবসায়ী হিসেবে কিছু

বুঝে ওঠার আগেই পড়েছেন বড় ধরনের লোকসানের মুখে।

বিকাশের কাস্টমার কেয়ারে যোগাযোগ করে জানা গেছে, ওই ধরণের কোনো কর্মকাণ্ড তারা পরিচালনা করছেন না। এই সব প্রতারণা থেকে বাঁচতে বিকাশ কর্তৃপক্ষ ৪টি সতর্কতামূলক বার্তা দিয়েছেন। এসব অনুসরণ করলে প্রতারণার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

১. নিজের বিকাশ একাউন্টের পিন নম্বর ও একাউন্ট ব্যালান্স কখনো কাউকে বলবেন না। এমনকি +১৬২৪৭ বা এই ধরণের নম্বর থেকে ফোন করলেও পিন নম্বর কিংবা পিন নম্বরের যোগফলও বলা যাবে না।

২. ফোনে কেউ যদি আপনাকে ভুল করে টাকা পাঠানোর কথা বলে ফেরত চায়, আগে একাউন্ট ব্যালান্স চেক করুন।

৩. কারো প্ররোচনায় লটারী জেতার মিথ্যা আশায় কোনো লেনদেন করবেন না।

৪. ফোনে শুধু কারো কথা শুনে পরিচয় নিশ্চিত না হয়ে কারো নির্দেশনায় কোনো নম্বর বা কোড ডায়াল করবেন না বা টাকা পাঠাবেন না।

এ বিষয়ে মেহেরপুর সদর থানায় ওসি শাহ দারা খান জানান, গত বছর প্রায় ডজন খানেক বিকাশ প্রতারণার সাধারণ ডায়েরি করা হয়েছে। তবে এ ধরণের টাকা উদ্ধার করা খুব কঠিন। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বসে এরা প্রতারণা করে। তবে বর্তমানে প্রযুক্তি ব্যবহার করে এই ধরণের প্রতারক দের আইনের আইতাও আনার চেষ্টা চলছে।

গাংনীতে ইটভাটার মাটি বহন ট্রাক্টরের জন্য সড়কে সমস্যা

মেহেরপুর জেলার গাংনী পৌরসভার ১নং ওয়ার্ড এর বাঁশবাড়ীয়া বাজার থেকে চিতলা, নিত্যান্দপুর টেপা ও পাকুড়িয়া হয়ে বারাদি যাবার রাস্তায় প্রতিদিন শত শত বিভিন্ন ধরণের যানবাহন চলাফেরা করে।

এই সড়কের পাশে ২টি ইটভাটা আছে। এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন সকাল ৭টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত মাটি বোঝাই ট্রাক্টর চলাচল করে। যার ফলে এতদা অঞ্চলের গ্রামবাসীর জীবনযাপন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে।

বাঁশবাড়ীয়া গ্রামের মুদি দোকানদার মাছুদ জানান, প্রতিদিন প্রায় ৩০টির বেশি মাটি বোঝাই ট্রাক্টর এই রাস্তা দিয়ে চলাচলের কারণে আমার ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেছে।

বাঁশবাড়ীয়া গ্রামের জামে মসজিদের মুসল্লিরা জানান, এই গ্রামে ২টি মসজিদ যা রাস্তার পাশে অবস্থিত। মাটি বোঝাই ট্রাক্টরের শব্দের কারণে নামাজ কালাম পড়াতে সমস্যা হয়।

পথচারী রহিদুল ইসলাম জানান, ইটভাটার মাটি বহন ট্রাক্টরের কাঁদা মাটির জন্য আমি মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার শিকার হই।

শত শত মানুষের অভিযোগ মাটি বোঝাই ট্রাক্টরের কারণে শিশু কিশোররা বাড়ি থেকে বের হতে পারছেনা। অতিরিক্ত ধূলাবালি ও দুর্ঘটনার ভয়ের কারণে শিশু কিশোরদের মনের উপর বিরুপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে। বাড়ি ঘরের জিনিসপত্র ধূলাবালিতে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

গাংনী পৌরসভার ১নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বলেন ওয়ার্ডবাসীকে সাথে নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

গাংনী পৌরসভার মেয়র আহামেদ আলী বলেন, আমি গাংনীর বাহিরে আছি। পৌরসভার রাস্তায় ইটভাটার মাটি বহনের ট্রাক্টর চলাফেরা করতে পারবে না।

পৌরবাসীর চলাফেরা করতে অসুবিধা হয় সেই ধরণের যানবাহন চলতে পরবে না।

কুষ্টিয়ার নয়া ডিসি মোহাম্মদ

সাইদুল ইসলাম

কুষ্টিয়ার নতুন জেলা প্রশাসক (ডিসি) হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন স্ট্রেনদেনিং পাবলিক ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম সার্ভিস ডেলিভারির প্রোগ্রাম এক্সিকিউটিভ অ্যান্ড কো-অর্ডিনেটর মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম।

বৃহস্পতিবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে এই নিয়োগ দিয়ে আদেশ জারি করা হয়েছে।

এদিকে বর্তমান ডিসি মো.আসলাম হোসেনকে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের উপ-সচিব হিসেবে বদলি করা হয়েছে।

এছাড়া মাঠ প্রশাসনে রদবদলে দেশের ৯ জেলায় নতুন জেলা প্রশাসক (ডিসি) নিয়োগ দিয়েছে সরকার। জেলা গুলো হলো, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, দিনাজপুর, কুষ্টিয়া, হবিগঞ্জ, রাঙামাটি, জামালপুর ও ভোলা।

কুষ্টিয়ায় শীতার্তদের মাঝে ইয়ুথ পাওয়ার কমিউনিটির শীতবস্ত্র বিতরণ

কুষ্টিয়ায় শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। “মানবতার জিৎ,,,হার মানবে শীত” এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে গতকাল শহরের স্বপ্ন প্রয়াস সংগঠনের কার্যালয়ে এসব শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

ইয়ুথ পাওয়ার কমিউনিটি “একটু উষ্ণ করি” প্রকল্পের আওতায় প্রায় শতাধিক শীতার্তদের মধ্যে এসব শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের চেয়্যারম্যান প্রফেসর ড. মাহবুবুল আরিফিন।

মরুভূমির সবজি ‘স্কোয়াশ’ এখন চাষ হচ্ছে কুষ্টিয়ার মিরপুরে

মরুভূমির সবজি ‘স্কোয়াশ’ এখন চাষ হচ্ছে কুষ্টিয়ার মিরপুরে। ইউটিউবে দেখে দেড় বিঘা জমিতে বিদেশি সবজি স্কোয়াশ চাষ শুরু করেছিলেন কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার হাসানুল ইসলাম নামের এক যুবক।

তার নিজের দেড় বিঘা জমিতে আড়াই হাজারের মতো স্কোয়াশ গাছ রোপণ করেছিলেন। ফলনও বেশ ভালো হয়েছে। প্রতিটি গাছেই ৪-৫টা করে স্কোয়াশের ফলন ধরেছে। তবে নতুন সবজি হিসেবে স্কোয়াশের কদরও রয়েছে। আবহাওয়া ভালো হওয়ায় সবজির উৎপাদনও বেশ ভালো হয়েছে।

তিনি বলেন, স্কোয়াশ খুবই দ্রুত সময়ের ফসল। বীজ রোপণের ৫৫ দিনেই ফল পেয়েছি। জমি বর্গা, সেচ, জমি প্রস্তুতি, লেবার সবকিছু মিলিয়ে মোট ৩০ হাজার টাকার মতো খরচ হয়েছে। ভালো দাম হলে প্রায় ৭০-৮০ হাজার টাকার মতো বিক্রি হতো।

তিনি বলেন, স্কোয়াশে রোগবালাই কম, আবহাওয়াও বেশ ভালো ছিলো। দাম ভালো হলে স্কোয়াশ চাষ খুবই লাভজনক হতো। বাজারে অন্য সবজির আমদানি বেড়ে যাওয়ায় বাজারে স্কোয়াশের দাম কমেছে। এ কারণে চাষিদের কিছু লোকসান হতে পারে।

এ উপজেলায় প্রথমবারের মতো স্কোয়াশ চাষ করে কৃষক তৈয়ব আলী। তিনি জানান, স্কোয়াশ খুব ভালো হয়েছে। প্রতিটি গাছে ফুল ও ফল বেশ ভালো। আমাদের এলাকায় এটা একেবারেই নতুন। বাজারে এবার সব ধরনের সবজির দাম কম হওয়ার কারণে স্কোয়াশেরও দাম কম। তাই লোকসান হচ্ছে।

তার মতো আরও কিছু কৃষকরা জানান- এমনিতেই নতুন এই সবজিটির সঙ্গে গ্রামের মানুষের তেমন পরিচয় নেই, আবার বেশি উৎপাদন হওয়ায় বাজারেও ভালো দাম পাওয়া যাচ্ছে না।

মিরপুর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিস সূত্রে জানা যায়, মিরপুর উপজেলার কয়েকজন তরুণ উদ্যোক্তা প্রায় ৫ একর জমিতে পরীক্ষামূলক

ভাবে স্কোয়াশের চাষ করেছেন। তাদের সার্বক্ষণিক পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এবছর আবহাওয়া সবজি চাষের অনুকূল হওয়ায় সব ধরনের সবজির উৎপাদনই বেড়েছে।

মিরপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ রমেশ চন্দ্র ঘোষ জানান, স্কোয়াশ একটি বিদেশি সবজি। তবে আমাদের অঞ্চলের আবহাওয়া স্কোয়াশ চাষের উপযোগী। আমরা এই নতুন সবজি চাষ সম্প্রসারণের চেষ্টা করছি।

স্কোয়াশ সবজি হিসেবে সুস্বাদু এবং পুষ্টিসমৃদ্ধ। গতবছর মিরপুর উপজেলার কয়েকজন কৃষক পরীক্ষামূলকভাবে স্কোয়াশ চাষ করেছিলেন। তারা বেশ ভালো সাফল্য পেয়েছিলেন।

দেড় মাসেও সংস্কার হয়নি বাঘা যতীনের ভাস্কর্য

কুষ্টিয়ার কুমারখালীর কয়া ইউনিয়নে কয়া মহাবিদ্যালয়ের সামনে নির্মিত বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের অগ্রনায়ক বিপ্লবী বীর বাঘা যতীনের ভাস্কর্য দুর্বৃত্তদের দ্বারা ভাঙচুরের এক মাস ১২ দিন অতিবাহিত হলেও এখনো পর্যন্ত ভাস্কর্যটি সংস্কার করা হয়নি। সংস্কারে বাধা আছে বলে জানালেন কলেজ কর্তৃপক্ষ।

কয়া মহাবিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি অ্যাডভোকেট নিজামুল হক চুন্নু জানান, ভাস্কর্য সংস্কারের বিষয়ে কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মজিবুর রহমানের সাথে আলাপ করা হলে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত এবং আদালতের অনুমতি ব্যতিত ভাস্কর্য সংস্কার করা যাবে না বলে জানিয়েছেন। যে কারণে এখনো পর্যন্ত সংস্কার করা সম্ভব হয়নি।

এ বিষয়ে কুমারখালী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান, ভাস্কর্য ভাঙচুরের ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতার পূর্বক আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। বর্তমানে তারা আটক রয়েছেন। মামলা চলমান আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে ভাস্কর্য সংস্কার করতে হবে।

কলেজ কর্তৃপক্ষ সংস্কারের জন্য মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা বরাবর দরখাস্ত দিলে আমরা আদালতের অনুমতি নেওয়ার চেষ্টা করবো।

কুমারখালী উপজেলা নির্বাহী অফিসার রাজিবুল ইসলাম খান জানান, কলেজ কর্তৃপক্ষ ভাস্কর্যটি সংস্কারের জন্য থানায় আবেদন করলে আবেদনের প্রেক্ষিতে আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে উপজেলা প্রশাসনের অর্থায়নে ভাস্কর্যটি সংস্কার করা হবে।

উল্লেখ্য, গত ১৭ ডিসেম্বর দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে দুর্বৃত্তরা বিপ্লবী বীর বাঘা যতীনের ভাস্কর্যটি ভাঙচুর করে। এবং ১৯ ডিসেম্বর ভাস্কর্য ভাঙার মুলপরিকল্পনাকারী কয়া ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি সহ তিনজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ।